15 JAN 2017

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ষড়যন্ত্র!

ছাপা থামিয়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন

রাকিব উদ্দিন

প্রায় ১৪ লাখ পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার পর মাঝপথে ছাপা বন্ধ রেখে তড়িঘড়ি করে 'আনন্দ পাঠ'সহ অন্য বইয়ে 'কারিকুলাম' বা 'কনটেন্ট' পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। বাদ পড়েছে অগ্রসর চিন্তা ও প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যকর্ম। পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একটি বিশেষ ধর্মের আবেগ-অনুভূতি, চেতনা ও ঐতিহ্য বহন করে- এমন সব লেখা ও বিষয়।

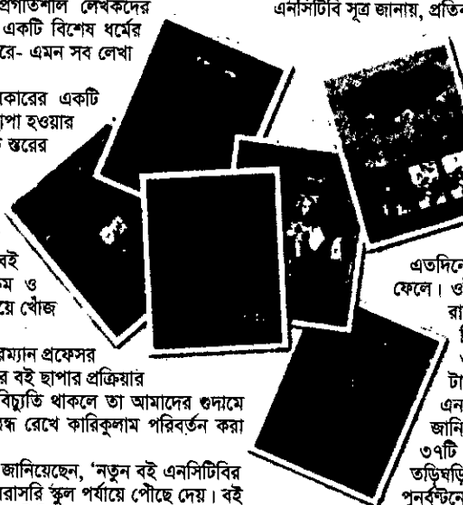

সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সরকারের একটি প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে ১৪ লাখ কপি ছাপা হওয়ার পর ছাপার কাজ থামিয়ে মাঝপথে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে আমূল পরিবর্তন করায় এর আগে ছাপানো পুস্তক ও কাগজের পেছনে এনসিটিবি গচ্ছা দিয়েছে প্রায় ৫-৭ কোটি টাকা। সংস্থাটির তেজগাঁও গুদামে নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাপা হওয়া প্রায় ১৪ লাখ কপি বই ফেলে রাখা হয়েছে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল সংবাদকে বলেন, 'আমাদের বই ছাপার প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা ঘটনা ঘটে। কোন বইয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা আমাদের গুদামে রাখা হয়।' তবে কারো চাপে মুদ্রণ কাজ বন্ধ রেখে কারিকুলাম পরিবর্তন করা হয়নি বলে দাবি করেন চেয়ারম্যান।

তবে সংস্থাটির অন্য এক কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন, 'নতুন বই এনসিটিবির গুদামে রাখা হয় না। ঠিকাদাররা বই ছেপে সরাসরি স্কুল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। বই নষ্ট হলে তার দায়ও ঠিকাদারদের।' তাহলে এনসিটিবির গুদামে ১৪ লাখ বই এল কোথা থেকে? এ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কার্যক্রম বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রভাবশালী আমলাদের চাপে প্রাথমিকের বইয়ের কারিকুলামেও চলতে থাকে 'ঘষামাঝা'। এতে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিকৃত বানান, বাক্য ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান। বিকৃত করা হয় বঙ্গবন্ধু ও তার মায়ের নাম। টেন্ডার (দরপত্র) আহ্বানের পরও এ ধরনের অপকর্ম অব্যাহত থাকায় ঠিকাদারদের বই ছাপার কার্যাদেশ প্রদানেও বিলম্ব ঘটে। এতে ভারতে ছাপা প্রায় ৪৭ লাখ কপি পাঠ্যবই গতকাল নাগাদ দেশে আসেনি। এসব বই আদৌ ছাপা হচ্ছে কি-না তা বলতে পারছে না এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

২০১৩ সালে ঢাকায় ব্যাপক নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'র পক্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। জামায়াত-শিবিরের পক্ষ থেকেও বাংলা পাঠ্যবই থেকে কী কী ধর্মীয় ভাবধারার লেখা বাদ পড়েছে এবং কোন কোন 'হিন্দু লেখক' ও 'হিন্দুত্ববাদী' লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এর তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে পাঠ্যপুস্তক সংশোধনসহ বিতর্কিত ১৩ দফা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে হেফাজতে ইসলাম। আওয়ামী ওলামা লীগও পাঠ্যবই থেকে হিন্দু লেখকদের নাম বাদ দেয়ার দাবি জানিয়েছিল। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে ওইসব সংগঠনের দাবির প্রতিফলন ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

হঠাৎ ছাপা বন্ধ রেখে পাঠ্যক্রম ওলটপালট

এনসিটিবি সূত্র জানায়, প্রতিবারের মতো গত বছরও যথা সময়ে মাধ্যমিকের নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। গত বছরের আগস্টের শেষের দিকে পুরোদমে চলছিল ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ। কিন্তু সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ বন্ধ রাখতে এনসিটিবির চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন।

চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিকভাবে কার্যাদেশ পাওয়া ৩৭টি ছাপাখানার মালিককে বই মুদ্রণ বন্ধ রাখতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জানিয়ে দেন। এতদিনে ২০/২৫টি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৪ লাখ কপি বই ছাপিয়ে ফেলে। ওইসব বই পরবর্তীতে এনসিটিবির তেজগাঁও গুদামে রাখা হয়, ওইসব বই দরপত্রের শর্তানুযায়ী এখন শিক্ষার্থীদের হাতে থাকার কথা ছিল। বাতিল হওয়া ওইসব বইয়ের পেছনে সরকারের প্রায় ৫-৭ কোটি টাকা গচ্চা গেছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে জানিয়েছেন।

৩৭টি প্রিন্টিং প্রেসে বই মুদ্রণের কাজ বন্ধ করার পর তড়িঘড়ি করে পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও নম্বর বিভাজন পুনর্বণ্টনের জন্য গত ৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এনসিসিসি) সভা আহ্বান করা হয়। ওই সভায় ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এতে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি ভাবাবেগ তৈরি, ধর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এমন সাহিত্যকর্ম, অগ্রসর চিন্তা এবং হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ পড়ে। পরবর্তীতে বই ছাপার জন্য পরিমার্জিত কারিকুলামের সিডি (পাণ্ডুলিপি) তৈরি করে ৩৭টি ছাপাখানার মালিককে সরবরাহ করা হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ১০/১৫ দিন সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ওইসব পাঠ্যক্রম আর ভালোভাবে পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৩৭টি প্রিন্টিং প্রেসের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'এনসিটিবির নির্দেশনা পাওয়ার পরপরই আমরা কাজ বন্ধ করে দেই। পরবর্তীতে নতুন সিডি দেয়া হলে পুনরায় কাজ শুরু করি। এতে এবার বই সরবরাহে কিছুটা বিলম্বও হয়।'

টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আমলাদের হস্তক্ষেপ

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাধারণত প্রতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে নতুন কারিকুলাম বা নতুন বইয়ের কনটেন্ট ও

ছাপা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

P.T.O